সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ১১

কিতাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ⁞ ১৪

১. আল্লাহ তাআলার ভয় ⁞ ১৪

২. পরিবর্তন ⁞ ১৪

৩. অকল্যাণ দূর ⁞ ১৬

৪. কঠিন হৃদয়ের চিকিৎসা ⁞ ১৬

৫. ভয়ের শিক্ষা তুলে ধরা ⁞ ১৬

সময়, ব্যক্তি ও অবস্থা অনুযায়ী ভয় ⁞ ১৮

প্রথম অধ্যায় : এই হলো জাহান্নাম

১. জাহান্নামের বিশালতা ⁞ ২৩

২. জাহান্নাম এক জীবন্ত প্রাণী ⁞ ২৫

৩. চিরস্থায়ী হওয়া ⁞ ২৭

৪. জাহান্নামের উত্তাপ ⁞ ৩০

৫. জাহান্নামে অবস্থানকারীরা ভিন্ন রকম সৃষ্টি ⁞ ৩১

৬. কোনো নিদ্রা নেই ⁞ ৩৪

৭. সেখানে কোনো সান্ত্বনা থাকবে না ⁞ ৩৬

৮. পিপাসা ⁝ ৩৭

৯. জাহান্নামিদের পানীয় ⁝ ৪০

প্রথম পানীয় : ফুটন্ত পানি ⁝ ৪০

দ্বিতীয় পানীয় : ঠান্ডা পানি ⁝ ৪১

তৃতীয় পানীয় : পুঁজ ⁝ ৪২

চতুর্থ পানীয় : তেলের তলানি ⁝ ৪৫

১০. জাহান্নামের খাবার জাক্কুম ⁝ ৪৬

১১. বন্দিত্বের শাস্তি ⁝ ৪৯

১২. অন্ধকার ⁝ ৫১

অন্ধকারের উৎস ⁝ ৫২

১৩. জাহান্নামের ইন্ধন হলো মানুষ ⁝ ৫৪

আজাবের পার্থক্য ⁝ ৫৬

১৪. আত্মার শাস্তিসমূহ ⁝ ৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্মরণিকা ও সতর্কীকরণ

১. সরাসরি সতর্কীকরণ ⁝ ৬৪

২. সর্বাধিক কৃত দুআ ⁝ ৬৯

৩. কর্মগত সতর্কীকরণ ⁝ ৭৬

- নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ ⁝ ৭৬
- দগ্ধকারী হক ⁝ ৭৭

৪. চোখের দেখা ⁝ ৮১

৫. দৃষ্টান্ত পেশ ⁝ ৮৫

৬. উত্তাপ ⁝ ৮৮

৭. জ্বর ⁞ ৯২

৮. দুনিয়ার আগুন ⁞ ৯৫

আল্লাহ তাআলাই আগুন প্রজ্বলনকারী! ⁞ ৯৬

তৃতীয় অধ্যায় : আগুন প্রতিহতকারী ইবাদত

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা ⁞ ১০২

১. অনবরত অশ্রু ⁞ ১০৪

২. আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে ক্রয় করে নিন ⁞ ১০৭

মহিলাদের জন্য সদাকা করা জরুরি! ⁞ ১১০

৩. সালাত ⁞ ১১২

- ফরজ সালাত ⁞ ১১২

ফজরের সালাত বাদ দিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তি ধ্বংস! ⁞ ১১৩

আগুন আপনার ঘরেই লেগেছে! ⁞ ১১৪

ফজর বনাম কাজ ⁞ ১১৬

- সুন্নাত সালাত ⁞ ১১৭

৪. আল্লাহর পথে জিহাদ করা ⁞ ১১৮

৫. ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করা ⁞ ১১৯

৬. কোমলতা ⁞ ১২২

৭. আল-কুরআন ⁞ ১২৬

চতুর্থ অধ্যায় : জাহান্নামেরও কিছু প্রেমিক আছে!

১. নারীদের দল ⁞ ১৩২

২. জাকাত দেয় না যে মানুষ ⁞ ১৩৪

৩. মন্দ কথা ⁞ ১৩৮

৪. জালিম ⁞ ১৪৩

মিষ্টতা ও তিক্ততা ⁞ ১৪৮

ধ্বংস হোক ফিতনা ⁞ ১৫০

বিপদ থেকে পলায়ন ⁞ ১৫১

৫. অন্যায় বিচার ⁞ ১৫৫

পশ্চাৎপদ নেককারগণ! ⁞ ১৫৬

৬. চোর ⁞ ১৫৯

ঘুষখোর চোর ⁞ ১৬২

সবচেয়ে ভয়াবহ হারাম হলো ঘুষ! ⁞ ১৬৪

৭. সীমালঙ্ঘনকারী ⁞ ১৬৬

৮. মন্দের দিকে আহ্বানকারী ⁞ ১৬৭

৯. খারাপ সঙ্গ ⁞ ১৬৯

শত্রুদের সাথে হাশর! ⁞ ১৭২

রক্ষাকারী প্রাচীর ⁞ ১৭৩

১০. প্রেম ও জাহান্নাম ⁞ ১৭৫

ক্ষণস্থায়ী লাঞ্ছনা ⁞ ১৭৮

ফিতনা থেকে মুক্তি! ⁞ ১৮১

পঞ্চম অধ্যায় : ভস্ম হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন!

১. মানুষের সৌন্দর্য হলো তার বিবেক ┇ ১৮৫
২. কার্যকরী ভয় ┇ ১৮৭
অবিচ্ছিন্ন ভয় ┇ ১৮৮
৩. তীব্র প্রতিযোগিতা ┇ ১৯০
৪. নিজেকে নিয়ে ভাবনা ┇ ১৯২
৫. প্রতারিত হবেন না ┇ ১৯৩
৬. এ হলো সে সম্পদ, যা তোমরা নিজের জন্য সঞ্চয় করেছ ┇ ১৯৭
৭. নববি সুসংবাদ ┇ ১৯৯
৮. দুটি পথ ┇ ২০৪
৯. আমার আশঙ্কা যে, আপনি ভয় করছেন না ┇ ২০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানুষ, তোমাদের রবকে ভয় করো; যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর ওই দুজন থেকে অনেক নর-নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২]

---

১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করল।'[৩]

পর-সমাচার...

এটি বইয়ের দ্বিতীয় অংশ। অদৃশ্য জগতের দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব। এই পর্বে জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা করা হবে। জাহান্নাম যদিও অনেক কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু খুব আগ্রহের সাথেই মানুষ জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। তাদের অনেকেই এ সম্পর্কে জানে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জাহান্নামের চেয়ে বেশি ভয়-ভীতি অন্য কোনো বিষয়ে প্রদর্শন করেননি। এমনকি তিনি এ জাহান্নামের উষ্ণতা ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ব্যাপারেও সংবাদ দিয়েছেন। জাহান্নামের খাবার ও পানীয় কী হবে, তাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। জাহান্নামের শৃঙ্খল ও শাস্তির আলোচনা করেছেন। তার ফুটন্ত পানি, পুঁজ, বেড়ি এবং পোশাকের কথা বর্ণনা করেছেন। এমনকি যে জীবন্ত হৃদয় নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং জাহান্নামের আলোচনা শুনবে, তার কাছে মনে হবে, সে জাহান্নামের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছে, জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। জাহান্নাম ক্রোধে ফেটে পড়ছে। যেন সে জাহান্নামিদের তার নিম্নদেশে ওলটপালট হতে দেখছে। তারা জাহান্নামের উপত্যকাগুলোতে গরগরা দিচ্ছে।

এ সবই হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণ। রাসুল ﷺ-ও বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং আল্লাহর রিসালাতের অনুসরণ করেছেন।

৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

আমাদের রবের কিতাব এবং নবিজি ﷺ-এর সুন্নাত এমনভাবে বাকি আছে, যেখানে পূর্বের সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রথম প্রজন্ম তা শ্রবণ করেছে। কিন্তু দুনিয়ার কামনাবাসনা ও প্রবৃত্তির সামনে (বর্তমানের মানুষদের) হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে গেছে। এরপর যখন সামান্য সময়ের জন্য জ্ঞান ফিরেছে, তখন দুনিয়ার টানাটানির দুশ্চিন্তায় পড়েছে। বর্তমান যুগে ভয় ও মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা হারিয়ে গেছে, যা একসময় কর্ণকুহরে ধ্বনিত হতো। এখন তার আলোচনা শোনার মতো লোকের সংখ্যা খুব বিরল।

প্রিয় ভাই, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি নিজেদের হৃদয়ের ওপর এমন তালা লাগিয়েছি, যার চাবি আমাদের হাতে নেই? এখন কি তার চিকিৎসার আর কোনো পথ নেই?!

আল্লাহর শপথ, এমনটি কখনোই হতে পারে না। বরং আমাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আশাও বাকি রয়েছে। তাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না। শুধু কাফিররাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে। আল্লাহ তাআলার রহমত প্রতিটি জিনিসকে ছেয়ে আছে। আমাদের প্রতি রহম করেই তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর রহমতের পরিপূর্ণতা হলো, তিনি আমাদের জাহান্নাম ও তার শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের বিরত রেখেছেন, শয়তান যাদের সামনে সীমালঙ্ঘন ও সীমাতিক্রমকে সুন্দর রূপে তুলে ধরেছে। সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﵀ বলেন :

'আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে দয়াস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এর মাধ্যমে বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন।'[৪]

আমাদের নফস যখন জানতে পারবে, আমাদের হিসাব হবে, আল্লাহ তাআলার সামনে কোনো জিনিস গোপন নয়, অচিরেই কিয়ামত দিবসে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ সকল অপরাধের চিত্র তুলে ধরা হবে, তখন হৃদয় বিগলিত হবে। বস্তুত, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং আসন্ন প্রতিদানের প্রতি ইমান আনয়ন ব্যতীত কোনো অবিচলতা অর্জিত হয় না।

---

৪. আত-তাখবিফ মিনান নার : ৩০ নং পৃষ্ঠা।

কিতাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

১. আল্লাহ তাআলার ভয়

এ কিতাবের উদ্দেশ্য হলো আপনার মাঝে জাহান্নামের ভয় সৃষ্টি করা। আর জাহান্নামের ভয়ের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি হবে। কারণ, জাহান্নাম হলো আল্লাহ তাআলার প্রতিশোধ, পাকড়াও এবং ক্রোধের সিফাত থেকে সৃষ্ট একটি জিনিস। আর নিদর্শন দেখেই নিদর্শন সৃষ্টিকারীর অবস্থা অনুমান করা যায়। জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার মহত্ত্বের প্রমাণ। আল্লাহ তাআলার আজাবের কঠোরতা, তাঁর পাকড়াও, নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদির ব্যাপারে প্রমাণ হলো জাহান্নাম। জাহান্নামের ভয় মূলত আল্লাহ তাআলার ভয়, তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং তাঁর ভীতিপ্রদর্শনকারী গুণের সামনে নত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের মাধ্যমে নিজ বান্দাদের ভয় দেখান। জাহান্নামের মাধ্যমে বান্দারা আল্লাহকে ভয় করুক, এটি তিনি পছন্দ করেন। জাহান্নামে পতিত হওয়ার ভয়ে তারা আল্লাহকে ভয় করুক এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সতর্ক হোক—এটি তিনি পছন্দ করেন। সুতরাং জাহান্নামের ভয়কারী মূলত আল্লাহ তাআলাকে ভয়কারী। সে আল্লাহ তাআলা যাতে সন্তুষ্ট এবং যা তিনি পছন্দ করেন, তার অনুগামী। তবে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।[৫]

২. পরিবর্তন

নিজের নফস ও বিবেকে পরিবর্তন সাধন করা, যেন তাতে ইমানি জাগরণ তৈরি হয়। নফস যতক্ষণ আখিরাতের উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকবে, ততক্ষণ তার অবস্থাও ভালো থাকবে। কিন্তু নফস যদি আখিরাতকে ধ্বংস করে এমন কাজে ব্যাপৃত থাকে, তাহলে এটি হবে তার জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা। হিশাম বিন হাসসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আবুদ দুরাইস আম্মার বিন হারবকে বলতে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি কেমন আছেন?" তিনি বলেন, "যদি আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই, তাহলে আমি খুবই ভালো আছি।"'[৬]

---

৫. আত-তাখবিফ মিনান নার : ২৯ নং পৃষ্ঠা।

৬. আজ-জুহদুল কাবির লিল বাইহাকি।

আল্লাহর শপথ, এটিই প্রকৃত সফলতা :

لَيْسَ السَّعِيْدُ الَّذِيْ دُنْيَاهُ تُسْعِدُهُ *** إِنَّ السَّعِيْدَ الَّذِيْ يَنْجُوْ مِنَ النَّارِ

'দুনিয়া যাকে সৌভাগ্যবান করেছে, সে সৌভাগ্যবান নয়; বরং সৌভাগ্যবান হলো সে, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে।'

দুনিয়াপ্রেমী

যে আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, সে লাভজনক ব্যবসার স্থলে ধ্বংসাত্মক লেনদেন সম্পন্ন করেছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ মৃত্যু এক মুহূর্তেই দুনিয়ার সব স্বাদ বিনাশ করে দেবে। সুতরাং যে শুধু দুনিয়া নিয়ে আনন্দিত, তখন তার অবস্থা কেমন হবে, মৃত্যুর সময় যখন তার কাছ থেকে দুনিয়া ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং উত্তরাধিকারীদের মাঝে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে?! এর সাথে যুক্ত হবে জান্নাতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরিতাপ আর জাহান্নামের আজাব। সুতরাং তার ক্রমাগত ভবিষ্যৎ হবে বিপদময়, প্রিয় জিনিস হারিয়ে ফেলা, নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুশোচনায় দগ্ধ হওয়া।

কুরআনের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵁-এর কথা শুনুন। তিনি রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর এই উপদেশকে সবচেয়ে উপকারী উপদেশ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-এর পর আলি বিন আবু তালিব ﵁ কর্তৃক আমাকে লক্ষ্য করে লিখিত কথার মতো উপকারী কোনো কথা কারও থেকে আর কখনো শুনিনি। তিনি আমার কাছে লিখে পাঠান :

'পর-সমাচার, মানুষ যা ছুটে যাওয়ার কথা ছিল না, তা পাওয়ার কারণে আনন্দিত হয় এবং যা পাওয়ার ছিল, তা ছুটে যাওয়ার কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু তোমার আনন্দ যেন হয় আখিরাতের কোনো বিষয় অর্জন করার কারণে এবং তোমার আফসোস যেন হয় আখিরাতের কোনো বিষয় ছুটে যাওয়ার কারণে। আর দুনিয়ার যে জিনিস তুমি পাবে, তাতে আনন্দিত হবে না এবং যা ছুটে যাবে, তাতে আফসোস করবে না। তোমার মূল লক্ষ্য যেন হয় মৃত্যুপরবর্তী জীবন।'[৭]

---

৭. আল-ইকদুল ফরিদ : ৩/৭৬।

৩. অকল্যাণ দূর

আবু হামিদ গাজালি ﷺ জাহান্নামের আগুনের ভয় রাখার ফায়দা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

'আদম-স্বভাবে কল্যাণের সাথে অকল্যাণের দৃঢ়ভাবে মিশ্রণ ঘটেছে। কল্যাণ-অকল্যাণের এ মিশ্রণকে দুই আগুনের যেকোনো একটিই বিচ্ছিন্ন করতে পারে : জাহান্নামের আগুনের ভয় অথবা জাহান্নামের আগুন। সুতরাং মানব সত্তাকে শয়তানের নোংরামি থেকে মুক্ত করতে হলে, তাকে আগুনে পোড়ানো জরুরি। তবে এখন সবচেয়ে হালকা আগুন গ্রহণ করার সুযোগ আছে। আর বেছে নেওয়ার সুযোগ হারিয়ে যাওয়ার আগেই দুটি বিষয়ের সবচেয়ে হালকাটি গ্রহণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিন। আপনি বাধ্যতামূলক যেকোনো এক আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন করবেন—হয়তো জান্নাতে নয়তো জাহান্নামে।'[৮]

৪. কঠিন হৃদয়ের চিকিৎসা

হৃদয়ের কাঠিন্য আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার একটি মাধ্যম। শাস্তির ভয় ছাড়া কঠিন হৃদয় নরম হয় না। আর জাহান্নামের চেয়ে কঠিন ও ভীতিকর শাস্তি কোথাও নেই। এ কারণেই এখানে জাহান্নামের আলোচনা করা হচ্ছে।

৫. ভয়ের শিক্ষা তুলে ধরা

যখন হৃদয়ের ওপর অলসতা ছেয়ে যাবে অথবা বান্দার উদাসীনতার ফলে প্রবৃত্তির কাছে সে ধরাশয়ী হয়ে যাবে অথবা মন্দ বন্ধুরা তাকে কামনার দিকে ধাবিত করবে, তখন ভীতিকর বিষয় সামনে তুলে ধরা আবশ্যক। নিজের সামনে যখন জাহান্নামের চিত্রগুলো ভেসে উঠবে, তখন হৃদয়ে সচেতনতা তৈরি হবে এবং অলসতা বিদূরিত হবে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখ খুলে যাবে। অদৃশ্য বিষয়গুলো তার সামনে ভেসে উঠবে। বান্দা তখন অবাধ্যতার গন্ধ অনুভব করবে, যা তার জন্য জাহান্নামেরই দুর্গন্ধ। সে নিজের সামনে 'অবাধ্যতা' শব্দটি দেখতে পাবে, যা তার জন্য আগুনকে শিখায়িত করবে। সুতরাং এই আগুন তাকে ভস্ম করার

---

৮. আল-ইহইয়া : ৪/৩।

আগেই সে সেখান থেকে পলায়ন করবে। সে মনে মনে এমন কিছু প্রকাশ্য নিদর্শন গেঁথে নেবে, হাজারো প্রবৃত্তির তাড়না যা দূর করতে পারবে না। সে আল্লাহ তাআলার কালামের এই অংশ পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে :

إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

> 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি এক মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।'[৯]

অনেকে যৌক্তিক কারণে ভয়কে আশার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে; যে কারণ ইতিপূর্বে আমরা কল্পনাও করিনি। মুরাইজ বিন মাসরুক ﷺ বলেন, 'হে বৎস, আশার আগে ভয় করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জাহান্নাম অতিক্রম করা ছাড়া তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[১০]

আবার অন্য সালাফগণ ভয় ও আশা উভয়টিকেই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'ভয় হলো নফসের চালকের স্থানে আর আশা হলো তার নেতৃত্বের স্থানে। যদি নেতা অস্বীকার করে, তাহলে চালক উৎসাহ জোগায়। আর যদি চালক পরিচালনা অস্বীকার করে, তাহলে নেতা তা চালিয়ে নেয়। আশার খুঁটি ভয়ের উষ্ণতাকে ম্লান করে দেয় এবং ভয়ের তরবারি 'দীর্ঘসূত্রতা' নামের তরবারিকে ভেঙে দেয়।'[১১]

এ লোকই হলো প্রকৃত ভয়কারী; সে লোক ভয়কারী নয়, যাকে ইসহাক বিন খালফ ভর্ৎসনা করে বলেছেন :

'যে কেঁদে কেঁদে চোখ মুছে এবং গুনাহেও লিপ্ত হয়, সে ভয়কারী নয়। বরং ভয়কারী হলো সে, যে আল্লাহর ভয়ে গুনাহ ত্যাগ করে।'[১২]

---

৯. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৫।
১০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৫৫।
১১. আল-ইয়াকুতাহ : ৯১ নং পৃষ্ঠা।
১২. তানবিহুল মুগতাররিন : ১১৪ নং পৃষ্ঠা।

এটিই হলো নাজাতের সবচেয়ে বড় ও নিরাপদ পদ্ধতি। এমনকি আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ হবে ওই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের ব্যাপারে দুনিয়াতে বেশি চিন্তিত ছিল। কারণ আল্লাহ তাআলা দুই ভয়কে বান্দার জন্য একত্রিত করবেন না। সুতরাং যে দুনিয়াতে এই ভয়াবহ অবস্থাকে ভয় করেছে, তাকে তিনি আখিরাতে নিরাপত্তা দান করবেন।[১৩]

শাকিক বালখি ﷺ চমৎকারভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন :

'যে কবরের কথা স্মরণ রাখে, কবর তার জন্য জান্নাতের বাগিচাসমূহ থেকে একটি বাগিচা আর যে তার কথা ভুলে থাকে, তার জন্য তা জাহান্নামের গর্তগুলো থেকে একটি গর্ত।'[১৪]

এখনই আপনাকে নিজের সামনের জীবন গড়তে হবে। আপনার ভবিষ্যৎ জীবন অতি সন্নিকটে। নিজের কবরের দীর্ঘ জীবন এখনই গড়ে তুলতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় যে, বান্দা সামনের এক বা দুই বছরের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে; কিন্তু মাটির নিচে দাফন হয়ে হাজার বছর যে কাটাতে হবে, সেই ভবিষ্যতের ব্যাপারে বড়ই অবহেলা করে।

সময়, ব্যক্তি ও অবস্থা অনুযায়ী ভয়

সাহাবিগণ ছিলেন ভয় ও আশার মাঝামাঝি অবস্থানে। উমর আল-ফারুক ﷺ বলেন, 'যদি একজন ছাড়া বাকি সবাইকে জাহান্নামের দিকে ডাকা হয়, তাহলে আমি আশা করি, আমিই হব সে একজন (যে মুক্তি পাবে)। আর যদি একজন ছাড়া সবাইকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহ্বান করা হয়, তাহলে আমি আশঙ্কা করি, আমিই হব সে একজন (যে জাহান্নামে নিপতিত হবে)।'

এখানে লক্ষণীয় একটি বিষয় আছে। অনেক সময় ভয় ও আশঙ্কার পাল্লাটি ভারী হয়। কারণ মানুষের অবস্থা, ব্যক্তি ও সময় অনুযায়ী তার ভয়ের অবস্থার মাঝে পার্থক্য তৈরি হয়।

---

১৩. আল-ইহইয়া : ৪/৫২৫।
১৪. তানবিহুল মুগতাররিন : ২০১ নং পৃষ্ঠা।

ব্যক্তি অনুযায়ী : অনেক মানুষ আছেন, যারা নিজেকে ভীত করতে অপছন্দ করেন। অধিক তিরস্কার বা ভর্ৎসনা শুনলে হতাশ হয়ে পড়েন। ঠিক একই সময়ে সে উৎসাহ পেলে আরাম বোধ করে। জান্নাত ও রহমতের আলোচনা করলে তার সাহসিকতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকেই নিজের ডাক্তার এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে জ্ঞাত। সে ভালো করেই জানে, কোন জিনিস তাকে সামনে ধাবিত করবে এবং কোন জিনিস তাকে পিছে টেনে ধরবে।

অবস্থা অনুযায়ী : অনেক সময় মানুষ অলসতার শিকার হয়। ফলে তার হিম্মত কমে যায় এবং আশা বেড়ে যায়। আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে সে আমল ছেড়ে দেয়। জান্নাতের ব্যাপারে সে আগ্রহ প্রকাশ করে; কিন্তু সে পথে কষ্ট করতে প্রস্তুত হয় না। এই সময় তাকে ভয় দেখাতে হয়। এই ভয় তাকে দৃঢ় সংকল্পের চাবুক দিয়ে আঘাত করবে। ফলে সে অলসতার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠবে এবং অলসতা ও কাপুরুষতাকে চেষ্টা ও আমলের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেবে।

সময় অনুযায়ী : আমরা সমকালীন যে যুগে অবস্থান করছি, তাতে আল্লাহ তাআলার বিধানের ব্যাপারে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন ও নিষিদ্ধ সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে খুবই ভয়ানক অবস্থা বিরাজ করছে। মন্দকর্মের অধিক প্রদর্শনী এবং তার প্রতি অতিশয় আসক্তির কারণে হৃদয় থেকে তার ঘৃণা দূর হয়ে গেছে। এর সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন ভয়-ভীতির পাল্লা ভারী করা।

সর্বশেষ কথা হলো : এটি ভীতি বা ধমকি প্রদান নিয়ে রচিত কোনো গ্রন্থ নয়। বরং এই গ্রন্থে আসল বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে এবং আমরা যদি সীমালঙ্ঘন করি, তাহলে যে বিপদ সামনে অপেক্ষা করছে, তার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখা নশ্বর জীবনের আসলরূপ এবং জীবিকা অর্জনের মত্ততায় ভুলে যাওয়া আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বিষয়টি।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করেন। এই গ্রন্থ যেন আপনাদের মন্দের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করে এবং ভ্রান্তি থেকে দূরে রাখে। এর মাধ্যমে যেন আপনারা নিকৃষ্ট বিষয় থেকে

দূরে থাকেন। আর এটি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী এক বান্দার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন; এই গ্রন্থ রচনা যার কাছে একটি আনন্দের বিষয়।

হে আল্লাহ, আপনি এই প্রার্থনা কবুল করে নিন!

- ড. খালিদ আবু শাদি